B.A (GEN) BENGALI (CBCS)
SEM- 6 DSE-1B : **প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি**
Debayan Chaudhuri, Assistant Professor, Dept. of Bengali
Shahid Matangini Hazra Govt. College for Women
Chakshrikrishnapur, Kulberia, Purba Medinipur

## ক. চাচা কাহিনী (নির্বাচিত)- সৈয়দ মুজতবা আলী

### ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও পাদটীকার পন্ডিতমশাই

'পাদটীকা' আখ্যানের প্রথমেই লেখক বলেছেন ইংরেজ রাজত্বে দেশের টোলগুলি ধংস হয়ে যাওয়ার কথা। পাঠান- মোগল আমলেও আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সচল ছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে ইংরেজি শিক্ষার দাপটে কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশদের বেঁচে থাকাটাই কষ্টকর হয়ে উঠলো। নতুন সময়ে বাধ্য হয়েই তাঁরা সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষকতার চাকরি নিলেন হাইস্কুলে। কাব্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের পাণ্ডিত্য অন্যান্য শিক্ষকদের থেকে বেশি হলেও মাইনে ছিল কম। নতুন ব্যবস্থায় তাঁরা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। জীবনযাপনের সংগ্রাম এবং মানসিক কষ্ট তাঁদের চরিত্রে অন্য মাত্রা যোগ করেছিল। এমনই এক পন্ডিতমশাই-এর কাহিনির মাধ্যমে লেখক সমাজ রাজনীতির পট পরিবর্তনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। বলা বাহুল্য এখানে একজন পন্ডিতমশাই হয়ে উঠেছেন আরও অনেকের প্রতিনিধিস্বরূপ।

সুরমা নদীর পারে ছিল সৈয়দ মুজতবা আলীর স্কুল। সেই স্কুলের পন্ডিতমশাই এই গল্পের মূল চরিত্র। তিনি যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশি এবং টেবিলের ওপর পা দিয়ে ঘুমোতেন সব চেয়ে বেশি। হেডমাস্টারকে তিনি পরোয়া করতেন না কেননা হেডমাস্টার তাঁর কাছে ছোটবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন। পন্ডিতমশাইকে খুশি করতে চেয়ে ছেলের দল এ প্রসঙ্গ ইচ্ছে করেই উত্থাপন করত এবং পন্ডিতমশাই বেফাঁস মন্তব্য করে বসতেন। পন্ডিতমশাই- এর গায়ের রঙ ছিল শ্যামলা, মাসে একদিন দাড়ি- গোঁফ কামাতেন। পরতেন হাঁটু- জোকা ধুতি। দেহের ওপরে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত- অজ্ঞেরা সেটিকে চাদর বলত। ক্লাসে এসে যে কোনও অজুহাতে এক চোট ছাত্রদের বকাঝকা করে ঘুমোনোর প্রসঙ্গে লেখক যমপত্নী যমীর

কথা টেনে এনেছেন। পন্ডিতমশাই-এর টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। এই গল্পের প্রথমে পণ্ডিতমশাই চরিত্রটি আমাদের হাসির উদ্রেক করে। কিন্তু গল্পের ক্লাইম্যাক্সে পরিহাসের মধ্য থেকে প্রকাশিত হয় বেদনার অশ্রুজল।

একদিন 'ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে' পদ্মলোচন খবর নিয়ে এল লাটসাহেব আসবেন স্কুল পরিদর্শন করতে। হেডমাস্টারের মেজাজ সপ্তমে, এদিকে অন্যান্য মাস্টারমশাইদের থেকেও জুটছে কিল চাপড়। যাইহোক যেদিন লাটসাহেবের আসবার কথা, পণ্ডিতমশাইকে দেখা গেল লম্বা হাতা আনকোরা হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন। বাকি মাস্টারমশাইরা প্রশংসা করছেন। সে গুণগান হাসি ঠাট্টার সামিল। ক্লাসে এসে সেই গেঞ্জি তিনি গায়ে রাখতে পারলেন না। এখানে একটি তথ্য জানিয়ে রাখা ভালো যে, গেঞ্জি যেহেতু বোনা জিনিস, সেলাই- করা কাপড়ের পাপ থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন। লাটসাহেব ক্লাসে এলেন। প্রথমে 'বিহঙ্গ' শব্দের মানে ছাত্রেরা একসঙ্গে বললেও লাটসাহেব যখন বললেন-'ওয়ান অ্যাট এ টাইম, প্লিজ'; ভাষা বুঝতে না পেরে ছেলেরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। এদিকে লাটসাহেব পণ্ডিত শব্দ নিয়ে হেডমাস্টারের সঙ্গে আলোচনা করছেন। পণ্ডিতদের জড়শীলতার প্রতি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ নাকি একবার বলেছিলেন যার সব কিছু পন্ড হয়ে গেছে সেই পন্ডিত। মুজতবা আলি মন্তব্য করেছেন ইংরেজ শাসনের ফলে পন্ডিতদের সর্বনাশের কথা যদি রবীন্দ্রনাথ জানতেন, তাহলে হয়ত ব্যঙ্গ করার আগে একটু ভাবতেন। এইভাবে এই গল্পটি পন্ডিতের ধারণা নিয়েও ভাবনাচিন্তার হদিশ দেয়। আসলে গল্পের ছলে পন্ডিতমশাইদের অতীত বর্তমানের বদলে যাওয়া অবস্থার রূপচিত্রণই লেখকের কাম্য। সেই সঙ্গে এর কারণগুলিও চিহ্নিত করা দরকার। ইংরেজ শুধু রাষ্ট্রব্যবস্থার দখল নিতে চায়নি। বরং চিন্তার ঔপনিবেশীকরণ করতে চেয়েছিল। যার ফলশ্রুতি দেশীয় শিক্ষার বদলে পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা। আমাদের স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসটার কথা মনে পড়তে পারে। যেখানে অবস্থার দায়ে পন্ডিতমশাই পারিবারিক বৃত্তি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এদিকে 'পাদটীকা' গল্পে দেখি, লাটসাহেব চলে যাবার তিনদিন পর ফের বাংলা ক্লাস বসেছে। কথকের সঙ্গে কথাবার্তায় লাটসাহেবের কুকুরের কথা উঠল। যার একটা ঠ্যাং ট্রেনের চাকায় কাটা গিয়েছিল। এই কুকুরের জন্য খরচ হয় মাসে মোট পঁচাত্তর টাকা। তাহলে প্রতি ঠ্যাঙের জন্য পঁচিশ টাকা। এদিকে পন্ডিতমশাই-এর বেতন পঁচিশ টাকা। স্ত্রী, বৃদ্ধা মা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, একজন দাসী সহ মোট আটজনের সংসার। ক্লাসে তিনি জানতে চান- " এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাটসাহেবের কুকুরের কটা

ঠ্যাঙের সমান?'' বলা বাহুল্য কথক এই প্রশ্নে হতবাক হয়েছিলেন। মাথা নিচু করে বসে রয়েছেন। সারা ক্লাস নিস্তব্ধ- '' ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে—কেউ বাদ যায়নি—পন্ডিতমশাই আত্মঅবমাননার কী নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে। '' জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙে ক্লাস শেষের ঘন্টা কখন বেজেছিল সে হিসেব নেই। তবে সেই নিস্তব্ধতার নিপীড়ন স্মৃতি মুজতবা আলী ভুলতে পারেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সবসময় নিস্তব্ধতা হিরন্ময় নয়।

'চাচা কাহিনী' গ্রন্থের 'পাদটীকা' রচনাটি করুণ রসের। গল্পের অনেকটা জায়গা জুড়ে পণ্ডিতমশাই চরিত্রে কমিক উপাদান থাকলেও গল্পের শেষে ট্রাজেডি ঘনিয়ে ওঠে। গল্পটি ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যায় পন্ডিতমশাই- এর ব্রাহ্মণ পরিবারকে লাটসাহেবের কুকুরের পায়ের সঙ্গে তুলনা করবার মধ্য দিয়ে। শ্রেণীগত পরিচয়, বিদ্যানুশীলন সব কিছু নতুন সময়ে বিপন্ন। এ আসলে আত্মপরিচয়ের বিপন্নতা। ধুতি চাদর পরিহিত মানুষ এ সমাজে গেঞ্জি পরতে বাধ্য হন। যদিও এর সাথে মানিয়ে উঠতে পারেন না। গল্পের শেষে আমরা বুঝতে পারি পন্ডিতমশাই কেন ক্লাসে পড়াতেন না, কেন বিড়বিড় করতেন, ঘুমোতেন। গল্পটিতে সংলাপের ব্যবহার এক আলাদা মাত্রা এনেছে। এই সংলাপ শুধু শিক্ষক ছাত্রের সংলাপ নয়, এই সংলাপ এক সময়ের সঙ্গে অন্য সময়ের। পরাধীন ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের স্বর, আত্মগ্লানির পরিচয় পাই আমরা। 'পাদটীকা' নামকরণটি লাটসাহেবের কুকুরের ঠ্যাঙের প্রসঙ্গে যেমন, তেমনি কোনও পড়া সার্থক হয় না তার পাদটীকা না পড়লে। সূত্রসংকেত। কিংবা চাবিকাঠি। টীকা শব্দটির মধ্য দিয়ে তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা জানি মুজতবা আলী বহুভাষাবিদ হলেও তাঁর হৃদয় ছিল খাঁটি বাঙালি। সেই লেখক শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁর লেখায় সমকাল ও চিরকালকে একসঙ্গে ধরতে পারেন। ইংরেজ আমলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিনিধি পন্ডিতমশাই-এর দুর্দশার মধ্য দিয়ে তিনি ছুঁয়ে ফেলেন সব সময়ের সংকটকেই। কোন পরিস্থিতিতে ক্লাসে একজন পন্ডিতমশাই এরকম কথা বলেন, তা ভাবা কষ্টসাধ্য নয়। এই লেখা আমাদের নিজেদের অতীতের দিকে, ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য করে। 'চাচা কাহিনী' গ্রন্থে এই লেখাটি ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠে না কেবল, কথকের শৈশবস্মৃতির সূত্র ধরে এমন এক বাস্তবতার জন্ম দেয়, যাকে অস্বীকার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আর তাই আমরা পাঠকেরাও পাঠসমাপ্তিতে বিচলিত হয়ে উঠি। একজন পণ্ডিতমশাই অস্তিত্বের যে পাঠ শেখান আমাদের, তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শাসক-শাসিতের শ্রেণীসম্পর্ক। এভাবেই 'পাদটীকা' হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক সময়ের অন্যতম দলিল।

.....